[redacted]

৪|৬|২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৬......

বিধিবহির্ভূত নিয়োগের প্রতিবাদ করায় কানাইঘাটের শিক্ষা কর্মকর্তা বরখাস্ত!

সিলেট অফিস

বিধিবহির্ভূতভাবে বহিরাগতদের নিয়োগদানের প্রতিবাদ করায় কর্তৃপক্ষের কোপানলে পড়ে অবশেষে চাকরি থেকে বরখাস্তের আদেশ পেয়েছেন সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার নিষ্ঠাবান শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের মাত্র ছয় মাস আগে বরখাস্তের আদেশ পাওয়ায় এই কর্মকর্তা এখন অসহায় হয়ে প্রতিকারের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। বিনা কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে অভিযোগ এনে তিনি ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবরে অভিযোগপত্র পেশ করেছেন। কিন্তু এখনো কোনো ফল পাননি।

এদিকে বিনা কারণে তাকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে কানাইঘাটের সচেতন মহলও এখন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। উপজেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সচেতন মহল এ বরখাস্ত আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অভিযোগে জানা যায়, কানাইঘাটের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমানকে বরখাস্ত করা হয় গত ২২ জুন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৯ সালের ১৯ এপ্রিল কানাইঘাট উপজেলার দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে দুজন বহিরাগতকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই দুজন শিক্ষকের একজন আনোয়ার হোসেন বাউরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও অপরজন আশরাফুল ইসলাম বাউরবাগ উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পান। সরকারি বিধি অনুযায়ী, স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়োগ করার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। নিয়োগ পাওয়া এই দুজন শিক্ষকই ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা।

তাদের নিয়োগপ্রাপ্তির পরপরই এলাকাবাসী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন দাখিল করেন। [illegible] শিক্ষা কর্মকর্তা অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন। জানা যায়, এরপর উক্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি পরে কানাইঘাট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেন। শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান এলাকাবাসীর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সৎ কর্মকর্তা হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাকে বরখাস্ত করায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে, তৎকালীন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শুধু কানাইঘাট নয়, জেলার ১১টি উপজেলাতেই ১৯৯৯ সালে অবৈধভাবে অনেকের নিয়োগ দিয়েছিলেন। কানাইঘাটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলামসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমানকে বরখাস্ত করার আগে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি কিংবা কোনো নোটিশও দেওয়া হয়নি।